সদালাপ সম্পাদক ও নাজমা মোস্তফা সমীপেষু

ইন্টারনেটের উন্মুক্ত পত্রিকা বা website-এ প্রকাশিত সব material-ই public property. সেই public property ব্যবহার করার অধিকার সকলেই রয়েছে, যদি আপনারা মনে করেন এই আইনের বিকল্প কিছু রয়েছে, দয়া করে আইনটি দেখাবেন কি? আর যদি না দেখাতে পারেন, গায়ের জোরে কিছু না বলাই যুক্তিসঙ্গত।

ভিন্নমতের উত্তরঃ সদালাপ থেকে নাজমা মোস্তফার দু'টো রচনার লিঙ্ক ভিন্নমতে সংযুক্ত করার কারণে সম্পাদক জনাব আমান উল্লাহ আমান ও নাজমা মোস্তফা উভয়েই ভীষন রাগান্বিত হয়েছেন (নিচে দেখুন)। এর উত্তরে পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নাজমা মোস্তফার রচনা দু'টোর লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে, যাতে ভিন্নমতের কোন পাঠকরা সহজে ডিবেট-টি follow করতে পারে। পাঠকদের সুবিধার জন্যে এটা ভিন্নমত সম্পাদকের (বস্তুতঃ যে কোন সম্পাদকেরই)দায়িত্ব, যদিনা না তাতে কোন নিয়ম ভংগ করে। আর আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি যে, ভুল বশতঃ সদালাপ বানানটি আমরা ভুল লিখেছি ও নাজমা মোস্তফার রচনার একটা ভুল লিঙ্ক দিয়েছি। সদালাপ সম্পাদক বা নাজমা মোস্তফা এ ব্যাপারে একটি email দিয়ে আমাদেরকে জানাতে পারতেন - রাগান্বিত হওয়ার এবং সেই সাথে অমার্জিত ভাষা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিলনা।

দ্বিতীয়তঃ জনাব আমান লিখেছেনঃ একচুয়ালি নাজমা মোস্তফা তাঁর লেখাগুলি সদালাপে পাঠিয়েছেন, এবং ভিন্নমতে পাঠাননি বলে জানিয়েছেন। যদিও, নাজমা মোস্তফা-রায়হান বিতর্ক বোঝার জন্য নাজমা মোস্তফার উত্তরটি প্রাসংগিক কিন্তু তাঁর অনুমতি ছাড়া সেটি ভিন্নমতে প্রকাশ করা কতটা যুক্তিযুক্ত সেটি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

জনাব আমানের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমরা নাজমা মোস্তফার কোন লেখাই প্রকাশ করিনি। আমান সাহেব ও নাজমা মোস্তফা হয়ত ভিন্নমতের লিংক দু'টোতে ক্লিক করে দেখেন নি। করলে দেখবেন দুটো লিঙ্কই সদালাপের প্রকাশনা - ভিন্নমতের প্রকাশনা অবশ্যই নয়। কোন কিছু যাচাই না করে, কাউকে অহেতুক অভিযোগ করাটা কোন ক্রমেই আকাংখিত নহে।

আর যদি লিংক দু'টো প্রকাশে সদালাপ সম্পাদক ও নাজমা মোস্তফা রাগান্বিত হয়ে থাকেন, তার আগে উনারা দুজনেই বলবেন কিঃ কেন আমরা লিঙ্ক প্রকাশ করতে পারব না? কোন দেশের কোন আইনে সেটা নিষিদ্ধ? দয়া করে আইনগুলো আমাদেরকে দেখাবেন কি? আমরা তৎক্ষণাৎ মাফ চেয়ে বা দুঃখ প্রকাশ করে ভিন্নমত থেকে লিংকগুলো সরিয়ে দেব।

যদি না পারেন - আপনাদের এই অমার্জিত ভাষায় অন্যায় প্রতিবাদ (নাজমা মোস্তফার লেখায়) ছাপানোটা অবশ্যই সদালাপ সম্পাদকের উচিত হয় নি। এবং আমরা অনুরোধ করব, নাজমা মোস্তফার ঐ লেখাটি সরিয়ে ফেলার জন্য। ভিন্নমতের কাছে দুঃখ প্রকাশ না করলেও চলবে।

আমরা এখনও অপেক্ষা করব সদালাপ সম্পাদক দয়া করে আমাদেরকে আমরা যে নিয়ম ভংগ করেছি, সেটা জানাবেন এবং আমরা দুঃখ প্রকাশ সহকারে লিঙ্কগুলো ভিন্নমত থেকে সরিয়ে ফেলব। আর যদি তা না পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে এ রকম অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবেন। এটাও মনে রাখবেন যে, অন্ততঃ যখন একটা সভ্য দেশে বসবাস করছেন তখন কিছুটা হলেও মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়। অন্যের অধিকার চর্চায় বাধা দেওয়া অবশ্যই আকাংখিত নহে, যা আমাদের মাতৃভূমিতে অহরহ হয়ে থাকে।

সবশেষেঃ আমাদের জানামতে, অন্ততঃ ইন্টারনেটের উন্মুক্ত পত্রিকা বা website-এ প্রকাশিত সব মাতরেলি-ই public property. সেই সূত্রে ভিন্নমতের যে কোন প্রকাশ অন্য website-গুলো প্রকাশের অধিকার রাখে এবং আমরা অন্যদের বাধা দেওয়ার কোন অধিকার পোষন করি না বরং আমাদের লেখাগুলো ছাপাতে উৎসাহিত করি।

তথাপি আমাদের জানা নিয়মগুলো যদি ভুল হয়, তাহলে ভুল স্বীকার করে, আমরা সদালাপের লিংক দুটো সরিয়ে ফেলব। সদালাপ সম্পাদকের উত্তরের প্রতিক্ষায় থাকব আমরা।

ধন্যবাদে ভিন্নমত সম্পাদকগণঃ

কুদ্দুস খান
আলমগীর হোসেন
রাহুল গুপ্ত
০৪/০৯/২০০৫

জনাব কুদ্দুস খানের প্রতি

ভিন্নমতে নাজমা মোস্তফার (সদালাপের রেফারেন্সে) একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে রায়হানের সাথে ডিবেট বিষয়ক। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাইঃ

১। এটি লেখকের প্রেরোগেটিভ যে তিনি কোথায় লেখা পাঠাবেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া লেখা ছাপালে তিনি আপত্তি জানাতে পারেন ও জানিয়েছেন:
http://www.shodalap.com/NM_about_vinnomot.htm
http://www.shodalap.com/NM_NastiqShott.pdf
একচুয়ালি নাজমা মোস্তফা তাঁর লেখাগুলি সদালাপে পাঠিয়েছেন, এবং ভিন্নমতে পাঠাননি বলে জানিয়েছেন। যদিও, নাজমা মোস্তফা-রায়হান বিতর্ক বোঝার জন্য নাজমা মোস্তফার উত্তরটি প্রাসংগিক কিন্তু তাঁর অনুমতি ছাড়া সেটি ভিন্নমতে প্রকাশ করা কতটা যুক্তিযুক্ত সেটি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

২। সদালাপের পাঠকেরা দুঃখের সাথে লক্ষ করেছে যে, ভিন্নমতে আপনি Shodalap এর যে রেফারেঞ্চ দিয়েছেন সেখানে Shodalap না লিখে Shodala লিখেছেন। আপনি অবশ্য বলতেই পারেন যে আমার নিজের নাম (কুদ্দুস খানের স্থলে ককুদ্দুস খান) লিখতেই মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলি আর এটিতো একটি ওয়েবজিন এর নাম। এটি ঠিক যে উভয়ক্ষেত্রে এগুলি হল টায়পো, কিন্তু টু মাচ টায়পো হলে অনেক সময় সেটাকে অবহেলা বলে মনে হতে পারে।

৩। নাজমা মোস্তফার যে লেখাটি রায়হানের উত্তর হিসাবে আপনি লিঙ্ক দিয়েছেন, সেটিতো রায়হানের প্রশ্নের উত্তরে নাজমা মোস্তফার মূল লেখাটি নয়। মূল লেখাটি 'রায়হান সাহেবের প্রশ্নের উত্তর' শিরোনামে সদালাপে পড়তে পারা যাবে। এরকম মসিলাদেনিগ একটি লেখাকে লিঙ্ক করার আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ দেখা যাচ্ছেনা। হয়ত আপনি এর পেছনের কারণটি আমাদের জানাবেন।

ভিন্নমতের সম্পাদককে অনুরোধ করব, সদালাপ থেকে কোন লেখা ভিন্নমতে প্রকাশ করতে হলে, উক্ত লেখাটির লেখক (বা নিদেন পক্ষে সদালাপের সম্পাদককে) একটিবার জিজ্ঞেস করে নিতে। তাহলে হয়ত কিছু অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে। এ বিষয়ে আপনি আগেও কথা শুনেছেন। সেদিন ও অভিজিৎ রায়, অনুমতি ছাড়া তাঁর লেখা আপনার লেখার নিচে টাঙ্গিয়ে রাখার জন্যে দু'কথা শোনালেন। আশাকরি ব্যাপারটি আপনি বিবেচনা করে দেখবেন।

পুনশ্চঃ আজ লক্ষ করলাম, 'রায়হান সাহেবের প্রশ্নের উত্তর' লেখাটি ভিন্নমতে সঠিকভাবে লিঙ্ক করা হয়েছে ও নাজমা মোস্তফার আরেকটি লেখা সদালাপের reference এ ভিন্নমতে লিঙ্ক করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে Shodalap লেখার সময় শেষের প-টি বাদ দেবেন না।

সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
জুরিখ, সুইটজারল্যান্ড
সেপ্টেম্বর ৫, ২০০৫